81

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 06 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

নান্দাইল কলেজে সরকারী ছুটির দিনে পরীক্ষা গ্রহণ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কিশোরগঞ্জ, ৫ ফেব্রুয়ারী।–পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নির্দেশ অমান্য করে সরকারী ছুটির দিনে নান্দাইল শহীদ স্মৃতি আদর্শ কলেজে গত ১৭ জানুয়ারী বিএ শ্রেণীর ইংরেজী ৩য় পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে এ বিষয়ের ৩৬ জন পরীক্ষার্থীর ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত বিএ শ্রেণীর ইংরেজী ৩য় পত্রের পরীক্ষা দেশের সকল কলেজে গত ১৮ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। এ সুযোগে পার্শ্ববর্তী কিশোরগঞ্জ কেন্দ্রসহ ময়মনসিংহ জেলার বেশক'টি কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের হাতে নান্দাইল শহীদ স্মৃতি আদর্শ কলেজের ইংরেজী ৩য় পত্রের প্রশ্ন পৌঁছেযায়।

উল্লেখ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৯৪ সালের বিএ পাস পরীক্ষার প্রথম যে সময়সূচী দেয় তাতে গত ১৭ জানুয়ারী ইংরেজী ৩য় পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু ১৭ জানুয়ারী পবিত্র শায়লাতুল কদর উপলক্ষে সরকারী ছুটির দিন। তাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ১৭ জানুয়ারীর পরিবর্তে উক্ত পরীক্ষার দিন ১৮ জানুয়ারী ধার্য করে দেশের সকল কেন্দ্রে (স্মারক নং পনি–৫৪২, তাং ৪–১–৯৫ইং) পত্র দেয় এবং পরিবর্তিত তারিখের বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ করে।

কিন্তু নান্দাইল শহীদ স্মৃতি আদর্শ কলেজ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ স্থানীয় উদ্যোগে গত ১৭ জানুয়ারী পূর্ব নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা গ্রহণ করে। এতে এ বিষয়ের ৩৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫ জন অংশ নেয় এবং একজন দূরবর্তী স্থানের পরীক্ষার্থী পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক ১৮ জানুয়ারী পরীক্ষা দেয়ার জন্য কলেজে হাজির হলে অধ্যক্ষ (কেন্দ্র সচিব) জানান যে আগের দিন পরীক্ষা হয়ে গেছে, কোন অবস্থাতেই আর পরীক্ষা নেয়া সম্ভব নয়। এ অবস্থায় মতিউর রহমান (রোল–১৯৯৪৪) নামের এ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারে না। সে এ ব্যাপারে নান্দাইল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের এ অনিয়মের প্রতিকার চেয়ে একটি অভিযোগ করেছে।

এ ব্যাপারে নান্দাইল শাহীদ স্মৃতি আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ ও কেন্দ্র সচিব মোঃ তাহের উদ্দিন সর্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে এ বিষয়ের পরিবর্তিত তারিখ না পাওয়ায় পূর্ব নির্ধারিত তারিখেই পরীক্ষা নেন। তাছাড়া থানা নির্বাহী কর্মকর্তা এ সময় জল বসন্তে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ থাকায় এবং জেলা প্রশাসক ষ্টেশনে না থাকায় তাদের পরামর্শ নেয়া সম্ভব হয়নি।

অপরদিকে এ ঘটনা বাইরে জানাজানি হয়ে ইংরেজী ৩য় পত্রের পরীক্ষার কার্যকরিতা সম্পর্কে সকল পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে সংশয় ও উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে।

কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও ভুলের মাসুল যেন নিরপরাধ ৩৬ জন পরীক্ষার্থীদের কাঁধে না চাপে এ ব্যাপারে সকল অভিভাবক ও এলাকাবাসী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি জানিয়েছেন।